

# জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে রাষ্ট্রপতি আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় পিছিয়ে পড়ছে

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি •

রাষ্ট্রপতি মো. জিহুর রহমান বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয় হলো প্রসিদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার সংকেত। যেখানে শিক্ষার্থীরা নানা বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ পান। শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো, নিজেকে আনন্দিত হওয়া এবং অন্যকে আনন্দিত করা। বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় মানসম্মত শিক্ষার বিকল্প নেই। কিন্তু শিক্ষার মন নিয়ে আজ নানা প্রশ্ন উঠছে। আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পিছিয়ে পড়ছে।

গতকাল শনিবার জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ সমাবর্তনে রাষ্ট্রপতি এসব কথা বলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রগতি রেজিস্ট্রার আবুবকর সিদ্দিকের পরিচালনায় সমাবর্তন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য রাষ্ট্রপতি মো. জিহুর রহমান। সমাবর্তন বক্তা হিসেবে বক্তৃতা করেন প্রধান বিচারপতি মো. আফাজুল ইসলাম।

বেলা সাড়ে ১১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয় শহীদ মিনারের পাদদেশে রাষ্ট্রপতি সমাবর্তন শোভাযাত্রার উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে সমাবর্তন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। দুপুর ১২টার দিকে তিনি কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে সমাবর্তনের মূল অনুষ্ঠানস্থলে উপস্থিত হন। মূল অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শরীফ এনামুল কবির, সমাবর্তন বক্তা প্রধান বিচারপতি মো. আফাজুল ইসলাম, সহ-উপাচার্য (শিক্ষা) মোহাম্মদ মুনিরুজ্জামান, সহ-উপাচার্য (প্রশাসন) মো. ফরিদ হোসেন, কোষাধ্যক্ষ মো. নাসির উদ্দিন, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার আবুবকর সিদ্দিক ও চারটি অনুষদের ডিনরা।

এ বছর সমাবর্তনে বিভিন্ন বিভাগের তিন হাজার ৮৭৪ জন গ্যাজুয়েট, ২২ জন এমফিল ও ৫৩ জন পিএইচডি ডিগ্রীধারীকে

সনদপত্র এবং ১৬ জন কৃষী শিক্ষার্থীকে স্বর্ণপদক দেওয়া হয়।

রাষ্ট্রপতি মো. জিহুর রহমান তাঁর ভাষণে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার সৃষ্টিকারী। সমাবর্তন কেবল একটি অনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং সামনে এগিয়ে চলায় দুঃখ শ্রেণী। বিশ্ববিদ্যালয় অল্প পূর্বাভাববিদ্যার সীমিত পরিধি মধ্যে আবদ্ধ নয়, বরং সৃজনশীলতা বিকাশের সেরা অঙ্গন। তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের উচিত তাঁদের মেধা, মনন ও কর্ম দিয়ে দেশ ও জগৎপের সেবার নিয়োজিত থাকা। এ ছাড়া তিনি শিক্ষার্থীদের কখনো অন্যায় ও অন্যতোর কাছে মাথা নত না করার আহ্বান জানান।

মো. আফাজুল ইসলাম বলেন, একটি দেশে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকশিখায় বিচ্ছিন্ন হতে বেশি খটবে, সে দেশ ততই বিশ্বনৈতিক উন্নত শিরে দাঁড়াতে সক্ষম হবে; রাষ্ট্রব্যবস্থায় গণতন্ত্র চর্চা সূচ্য হবে। আজকের এই তির্থীকারী আগামী দিনের সুখী সমৃদ্ধিশালী বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়নে নিবেদিতপ্রাণ হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, গ্যাজুয়েটরা বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে অসম প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে নব নব সৃজনশীল পথ উন্মোচন করবেন; বাংলাদেশের সর্বক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা থাকলেও অসম সম্মানের খার উন্মোচন করে তাঁরা দেশকে উন্নত শিরে দাঁড়াতে কাজ করবেন বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

উপাচার্য শরীফ এনামুল কবির বলেন, জ্ঞানচর্চা ও সৃষ্টি মেধা বিকাশের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক পরিষ্কৃতি শার রক্ষা, অবাসন সমস্যা দূর করা ও বিভাগগুলোকে সম্পদজটমুক্ত রাখার বিকল্প নেই। বর্তমান প্রশাসন এই সমস্যাজলো সমাধানে সর্বস্বয়ক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সবশেষে বিকেল সাড়ে তিনটার দিকে সমাবর্তন প্যাডেলে অয়োজন করা হয় এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।